



শারদীয় দুর্গোৎসব ২০১২

উপলক্ষে

বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন-এর  
বিশেষ প্রকাশনা

সম্পাদনা:

কাজল রায়

প্রচ্ছদ:

কাজল রায়  
মামুন খান

প্রকাশকাল:

২০ অক্টোবর ২০১২

মুদ্রনে:

**Determind Design**

P: 02 8084 2125

F: 02 8084 2173

E: info@determind.com.au

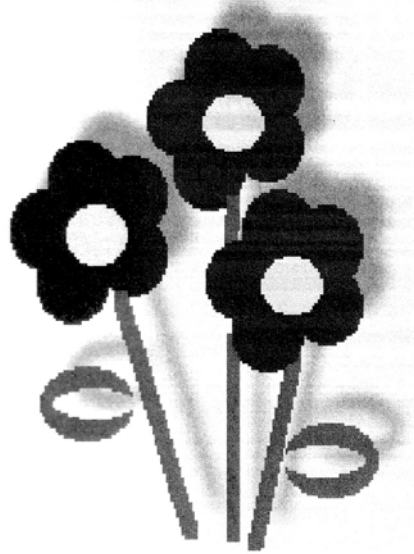
W: www.determind.com.au

স্থান:

Bexley Manor Hall

480 Forest Road

Bexley NSW 2207



## Editorial

### *Sobaike Sharodiyo Shubhechchha*

This year we are celebrating 'Durgotshob' amid religious turmoil all over the world. Interestingly, the turmoil happened in Sydney where we live and in Ramu, Bangladesh where we came from. There have been protests, meetings and processions in many places and in many forms. We will be protesting against these atrocities by publishing articles in 'The Anjali' condemning the attacks and preaching the magnanimity of our religion.

How Ma Durga used her power to demolish evil forces for peace is known to all. Authors explained this power and how they are used or should be used in their own ways. Ajoy Dasgupta believes we are all safe under 'mayer anchal', Nikhil Dam wants to defeat all evil forces with blessing from Ma Durga, Tushar Roy has done a scathing analysis of the activities of the Puja Association and has offered some constructive ideas.

We have overcome many hurdles this year to publish this Puja Magazine 'The Anjali'. We talk about 'sarbojaninata' and this Puja is a 'sarbojanin' Puja. There was no lack of cooperation to make the event 'sarbojanin' but spontaneity was lacking. We hope, with blessing from Ma Durga, we are able to overcome our petty squabbles and to continue to remain a cohesive group.

We express our gratitude to all the advertisers and special thanks to Mr. Open Dey. Open da managed six advertisements in just one day. As in all other years, Tushar and Kabita helped in proof-reading for articles in Bangla – thanks to them for their efforts. We could not make these articles completely error-free though. Please accept apologies for these unintentional lapses.

Last but not the least we thank all the contributors to this magazine. We specially thank our young contributors – Neelam, Arin, Dibbya, Priya, Rika, Mika and Prapti. We appreciate your commitment and eagerness to make this a worthy publication. We leave it to the readers to assess the quality of this Puja issue. If you have any feedback please send a note to kroy5348@hotmail.com.

May Ma Durga bless us...

Kazal Roy  
20 October 2012



## Durga Puja 2012

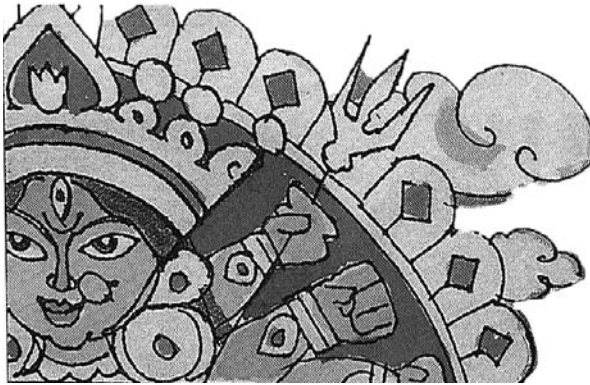
Saturday 20 October

### Venue:

Bexley Manor Hall  
480 Forest Road  
Bexley NSW 2207

### Programme:

Puja start	: 9:00 AM
Pushpanjali	: 1:00 PM
Prosad distribution	: 1:30 PM
Lunch	: 2:30 PM
Children art competition	: 3:30 PM
Puja talk	: 4:00 PM
Prodip lighting competition	: 4:30PM
Dhup dhunuchi dance	: 5:15 PM
Cultural programme	: 6:00 PM
Raffle draw	: 9:00 PM
Dinner	: 9:15 PM
Closing	: 10:00 PM



## Bangladesh Puja Association Australia Inc.

বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন অস্ট্রেলিয়া ইনক

Registration No: Y 2249423

### Executive Committee For : 2010-11

President: Mr. Kishore Das

Vice President: Mr. Dilip Dutta  
Mr. Alokesh Saha

General Secretary: Mr. Bidhan Chandra Ray

Treasurer: Mr. Anup Saha

Cultural Secretary: Mr. Jyoti Biswas

Press & Publication Secretary: Mr. Kazal Roy

Organising Secretary: Mr. Swapan Kundu

Entertainment Secretary: Mr. Goutam Paul

### Executive Members:

Mr. P.S.Chunnu

Mr. Upendra Chandra Dey

Mr. Samir Ghose

Mr. Asit Ray

Mr. Swapan Saha

Mr. Alope Basu

Mr. Biswajit Saha

Mrs. Alo Dey

Mrs. Shuvra Saha

Mr. Arojit Roy



### Acknowledgement:

Bangla-Sydney.com

Sydneybashibangla.com

Determind Design

Tushar Roy, Canberra



## সভাপতির শুভেচ্ছা

সবাইকে জানাই শারদীয় উৎসবের শুভেচ্ছা।

বছর ঘুরে আবার এসেছে আমাদের বছ প্রতীক্ষিত শারদীয় দুর্গাপূজা। এ পূজা সার্বজনীন - জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এ পূজা উপভোগ করে এবং অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য আমরা সমবেতভাবে মা দুর্গার নিকট প্রার্থনা করি।

বিগত বছরেন ন্যায় এবারও বাংলাদেশ পূজা এসোসিয়েশন আয়োজন করেছে শারদীয় দুর্গোৎসব। সকল সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে আমরা পালন করতে পেরেছি আর একটি সফল পূজা অনুষ্ঠান। প্রবাসে সবার কর্মব্যস্ততা ও নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা চেষ্টা করেছি এ উৎসবকে সার্বিক সফল করতে।

যাদের নিরলস পরিশ্রম, অংশগ্রহন ও পৃষ্টপোষকতায় এত বড় উৎসব আয়োজন করা সম্ভব হয়েছে তাদের প্রতি রইলো আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। মাতৃ আরাধনার মধ্য দিয়ে আজ আমাদের অর্জিত হোক ত্যাগ ও সেবার প্রেরণা, সর্বজীবে মমত্ববোধ এবং ঈশ্বরানুভূতি। আনন্দময়ীর আগমনে আপনাদের জীবন বর্ণময় হয়ে উঠুক এ কামনায়

কিশোর দাস  
সভাপতি

## সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা

বছর ঘুরে এলো আমাদের বছ প্রতীক্ষিত শারদীয় দুর্গাপূজা। শরতের নির্মল প্রকৃতি, শেফালী ফুলের সুবাস আর সাদা কাশফুলে হালকা হাওয়ার ঢেউ মা দুর্গার আগমন বার্তা জানিয়ে দেয়। শারদীয় দুর্গাপূজায় মা দুর্গা সকল অশুভ শক্তি বিনাশ সাধনে মর্ত্যে আসেন - এ আমাদের বিশ্বাস। তাই আমরা সমবেতভাবে মা দুর্গার নিকট প্রার্থনা করি মা যেন এ পৃথিবীতে সকল অশুভ শক্তি বিনাশ করে সকলকে সুখ-শান্তি দেন।

পূজা কমিটির সম্পাদক হিসাবে আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করেছেন। সর্বোপরি পূজায় অংশগ্রহনকারী সকল পুণ্যার্থীরা সবসময় আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সকল অশুভ শক্তি বিনাশ হোক, সকল মানুষ সুখী হোক, বিশ্বে শান্তি বিরাজ করুক - শারদীয় পূজায় দুর্গামায়ের নিকট আমাদের আকুল পার্থনা। সকল পুণ্যার্থীদের জানাই আমাদের শারদীয় শুভেচ্ছা।

বিনয় শ্রদ্ধান্তে  
বিধান রায়  
সাধারণ সম্পাদক



# **KAZI & ASSOCIATES**

## **SOLICITORS AND PUBLIC NOTARY**

**Mofazzal Haque Kazi**

**Solicitor and Barrister, Public Notary**

*LL.B. (Hons.), LL.M (DU), Gr. Dip. in Legal Practice. (UTS)*

### **We provide services for:**

- Buying & Selling house, home unit, land or any commercial properties
- Retail lease
- Commercial lease for business or office premises
- Franchising business
- Local council's development application for new business, such as shop, restaurant etc
- Caveat
- Easements
- Covenants
- Transfer of property
- Property settlements
- Dissolution of marriage-divorce or Separation application
- Child custody or access
- Family law or AVO matters
- Preparation or claim of wills, probate & estate planning etc.
- Civil, criminal, traffic or insurance claims matter
- Immigration litigations in the Federal Magistrates Court of Australia, Federal court of Australia, High Court of Australia
- Any other legal matters
- Public Notary etc.

*"Liability limited by a scheme approved under professional standards legislation"*

**Office :** Suite - 17, Business Centre, 296 Marrickville Road,  
Marrickville, NSW 2204 **Phone:** 02 9568 3736  
**Mobile :** 0414 266 849 **Fax:** 02 9568 4746  
**E-mail:** kazi\_associates@bigpond.com  
**Website:** www.kaziandassociates.com.au



# মায়ের আঁচল ও বিশ্বশান্তি

## অজয় দাশগুপ্ত

মানুষ মূলত প্রকৃতির সৃজন। তাকে ধারণ করা থেকে মৃত্যু অবধি প্রকৃতিই নানা ভাবে বাঁচিয়ে রাখে। প্রকৃতিজাত জ্ঞান, ধ্যান বা একাত্মবোধের ভেতর থেকে বড় হয়ে ওঠা মানুষগুলোই কালক্রমে ‘মহামানব’ নামে আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। খেয়াল করুন ধর্মযাজক বা প্রচারকদের সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন বাহুল্য বা রমরমা ভাব ছিল না। কোন কোন আমলে বই-পুস্তক লেখারও প্রচলন ছিল না। খোদিত প্রস্তর বা শ্রুতি জ্ঞানের উপর নির্ভর করে দার্শনিক হওয়া যায় না, হওয়া যায় না পথিকৃত। অথচ সে যুগের মানুষরাই আমাদের পথ দেখিয়েছেন। এখন প্রায় হাতের মুঠোয় পৃথিবী নিয়ে আসা প্রযুক্তিও তাঁদের উপকাতে পারেনি। আমার ধারণা বস্তুত সে কারণে মানুষ এখনো ধর্মের কাছে নতজানু। ধর্ম তাকে অবিমিশ্র শান্তি, কল্যান বা প্রগতি দিতে ব্যর্থ হবার পরও আশ্রয় চেয়ে বারংবার ধর্মে ফিরে যাচ্ছি আমরা। এর মানসিক ব্যাখ্যা যাই হোক বাস্তবে ধর্মই মানুষকে ধারণ করে থাকে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এর দুটো দিকই আমাদের সহ্য করতে হয়। এক প্রান্তে বিশ্বাস, আস্থা ও নির্মল চিন্তা, অন্যদিকে অস্থিরতা, শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান ও পান থেকে চুন খসলে মার মার কাট কাট দাঙ্গা ফ্যাসাদ। ইদানীং শেষের প্রবণতা এতই বেড়েছে মানুষের জীবন ধর্মের উন্মাদনায় অস্থির, প্রায় নিরাপত্তাহীন ও ভয়াত।

আমাদের অর্থাৎ হিন্দুদের সৌভাগ্য অতটা মারমুখি নই আমরা। অবশ্য কেবল বাঙালি হিন্দুর কথাই বলছি আমি। উভয়বঙ্গে তাদের অবস্থান শান্তি ও শহনশীলতার পক্ষে। একটা মজার বিষয় এই ব্যক্তিজীবনে অপেক্ষাকৃত অসহিষ্ণু, সংস্কারগ্ৰস্ত, প্রাচীনপন্থী হবার পরও বাঙালি হিন্দুই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রগতিশীল। প্রতিবেশী বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে তুলনা করলেই ব্যাপারটা বোঝা সহজ হয়ে পড়বে। অসধর্মে বিবাহ এখন তরুন-তরুনীদের জন্য কঠিন কোন অংক মেলানো নয়। বিশ্বায়নের নামে অবাধ তথ্য প্রবাহ সামাজিক যোগাযোগ বানে ফেইসবুক, টুইটার বা মোবাইলের কারণে তাদের জগৎ হয়ে গেছে অব্যবহিত। পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি - তারুণ্য ধর্ম-অধর্ম, জাত-পাত বা সম্প্রদায়গত পরিচয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। এই মিশ্রন বা মেলামেশা কখনো বৈবাহিক সম্পর্কে পরিনতি লাভ করলে বাঙালি হিন্দু তা মানতে নারাজ। বা মানলেও তা হয় প্রচণ্ড কষ্টের। সামাজিক বা ধর্মীয় স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত লজ্জিত অপমানিত আমাদের সংখ্যা হ্রাসও তাই স্বাভাবিক নিয়মে বাড়ছে। বাঙালি মুসলমান এ নিয়ে হয় উদার অথবা আণ্ডয়ান। ধর্ম মানলেই আর কোন বিধি নিষেধ নেই। ফলে সংখ্যায় তাঁরা বাড়ছেন। গ্রহন বর্জনের ক্ষেত্রে তাঁদের এই অগ্রসরতা কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে উলটো। অন্যদিকে ব্যক্তি জীবনে পরিবার জীবনে কঠোর হিন্দু রাষ্ট্র নীতি সমাজ নীতি জীবন যাপনের বেলায় উদারনৈতিক। না আছে তার খাদ্য নিয়ে কঠিন পরীক্ষা, না আছে তার নিজ ধর্ম নিয়ে উল্লাস বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানের ধর্মযুদ্ধ। সে কারণে বাঙালি হিন্দু প্রকৃত অর্থে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জগতের সভ্য নাগরিক ও ভালো মানুষ হিসাবে বসবাস করতে পারছেন। কোথাও দাঙ্গা ফ্যাসাদ বা সন্ত্রাসে তাদের সম্পৃক্ততা নেই।



এর আরেকটা বড় কারণ দীর্ঘ সময় কাল ধরে চলে আসা ধর্মের পরিবর্তন। গ্রহন বর্জনে এখন তার চেহারা অনেকটাই অন্যধরনের। বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা বা গীতার মত পুস্তক বা ধর্মগ্রন্থও অবিতর্কিত থাকেনি। বিতর্ক বা যুক্তির বড় সুফল সে কাউকে সীমাবদ্ধ করে রাখে না। আবদ্ধ রাখেনা বলেই যুক্তির ভেতর থেকেই বন্ধনের সূচনা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেন ‘অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।’ বাঙালি হিন্দু সে আনন্দ পুরোটাই ভোগ করছেন। ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম অধর্মের সংস্কার ছাড়িয়েও স্বধর্মে থাকতে কোনই অসুবিধে হয়নি আমার।

প্রকৃতির নিয়মের মত আমাদের ধর্মে আগমন, অবস্থান ও বিসর্জন শাস্ত্রত, চিরন্ত। পৃথিবীর আর কোন ধর্মে মাকে ঘিরে এমন আনন্দ উৎসব ভালোবাসা বা নিষ্ঠা চোখে পড়ে না। হিমালয় দূহিতা অর্থাৎ নেপালের অধিবাসী দুর্গা অথচ আমরা বলি তিনি কৈলাশ থেকে পিতা বাড়ীতে আসেন। এই যে গ্রহণ ও নিজেদের করে নেয়া তার সাথেই আছে পাঁচ দিনের অবস্থান এবং কি আশ্চর্যঃ বিসর্জনও বটে। কেন বিসর্জন? আমি কোন তত্ত্ব বা জ্ঞানের কথায় না গিয়ে খোলা চোখে দেখি বিদায়। জনোর পর যেমন ঋব সত্য মৃত্যু বা বিদায় এষেন ঠিক তারই প্রতিফলন। আরো একটা বিষয় বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করি। ধন, বিদ্যা, সাহস ও সিদ্ধির মত প্রার্থিত ও কাজিত বিষয়গুলোর দেব দেবীকে এক ফ্রেমে এক কাঠামোয় নিয়ে আসা। দুর্গা পূজার সাথে সাথে সকল বিষয়ে আরাধনা বা স্তুতি তো একত্রে হয়ে যাচ্ছে। প্যাকেজ পূজোর এই ধারণা সময় কমে যাওয়া অধৈর্য বস্তু মানুষের জন্য আধুনিক দাওয়াই। এরচেয়ে সহজ করে আর কিভাবে উদ্ধৃদ্ধ করা যেতে পারতো? এখানেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব। যে কারণে গলা ফুলিয়ে শ্লোগান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় না। মা বা মাতৃ আরাধনা মানেই আঁচলের তলায় নিশ্চিত থাকা। আমরা তাই আছি।



WEB  
GRAPHICS  
PRINTING  
EMARKETING

P: 02 8084 2125 F: 02 8084 2173  
E: info@determind.com.au www.determind.com.au  
7/296 Marrickville Road, Marrickville NSW 2204

Open 6 Days From 9 am - 6pm



**বাংলাদেশীদের জন্য আমরাই অনন্য**

<b>Business Card</b>	<b>Letterhead</b>	<b>Flyer/Brochure</b>
Postcard	Invoice Book	Rubber Stamp
<b>Signs</b>	<b>Banner</b>	<b>Poster</b>
Digital Printing	Offset Printing	Screen Printing
<b>Embroidery</b>	<b>Laminating</b>	<b>Book Binding</b>
Graphic Design	Website Design	Video Advertisement



# CATHARSIS

*Anindita Basu*

*Student, Macquarie University*

*Cor Ad Cor Loquitur*

For a week now thunder had been prowling the edges of the fields that led to their house. Any expectation of rain or catharsis of storm died after the first few days. This tropical heat that smothered the city was unbecoming, and yet it did not bother her.

Nothing did anymore.

Stranded within the womb of time, she remembered clearly the first time she had heard the news. The jubilation was unlike anything she had ever felt. It was like she had been reborn with a new identity, a new persona – she had been incredibly blessed. In the months that would follow, her enthrallment reached new heights. Caffeine was abandoned, fruit was supplemented. Wild parties evolved into dedicated yoga sessions and the ledgers replaced with baby books. The transition was painless, gratifying even as a nervous anticipation nurtured into an unnerving yearning for the most principal of sensations.

Nursery walls were painted a pale pink. Little woollen socks were knitted. Nappies were stored. Soft toys lined the shelves. Ready and waiting.

But as always, man proposes and God disposes. Yet for the life of her, she could not imagine it would be with such cruelty.

They told her she had her curls. Thick, lustrous locks of silken hair - almost unnatural framing a flushed, cherubic face; they told her she was beautiful.

Her beautiful, breathless darling, snatched away from her. And the greatest tragedy? She had been denied even a glimpse of her own flesh and blood. A saga of such inhumanity, insensitivity was unparalleled, by her own judiciousness. Such an act of deprivation had given birth to the greatest of antipathies, benignant of the sorrow that wrenched her chest apart.

A lovingly assembled cot rested untouched; instead a coffin bore the end of her all her dreams. And with her, she had lost all hope, lost all desire for any kind of existence. A life without her was unworthy. It was a grotesque nightmare, a febrile immurement. A pyretic curse.

An empty heart returned to an empty house with empty hands. Carefully adorned rooms that were supposed to have been filled with life and laughter rang out in an eerie silence. Coloured walls seemed faded, cracked mirrors for the shattered hearts that took residence in bleak, glass houses. Indeed, their home had become just a house. The distinction was little and yet so profound.



Fingers dancing along the polished surface of the wood of her grand piano, she sat quietly watching brushstrokes of pink and yellow colour streak the dusky sky from the window. Night twisted and turned between the clouds, the mist draped thickly over Prague like a blanket over streets that smelt of cigarette smoke and alcohol, but she could care less. Her senses were not bothered at all these days.

It had been too long since she had last played, but it was still an effortless task. She did not even know what she was playing, thin bony fingers moving on their accord. Her troubled mind was occupied with the never ceasing thoughts of her daughter.

What had she missed? What had she lost? Nothing and everything.

She would never see her smile, would never hear her gurgle with sweet laughter at her father's childish antics. She would never get to hear her call for her, would never know what her first word would be. She would never see her crawl or her very first steps. She would never get to see her play animatedly with her dolls or have sumptuous tea parties with her teddies. She would never be able to tie her hair with silk ribbons, would never get to dress her up in pretty cotton frocks and laced up ballet shoes. They would never sing together, and chase butterflies in spring.

There would never be her graduation. Never her first job. Never her wedding.

Her life was empty.

Empty, hollow like the cavern of her heart, and sinking to her knees she brushed away irate tears.

She began playing again – a haunting tune.

What *was* she playing? An elegy? A forgotten hymn? Or was she, like Mozart, playing her own requiem? Was it an aria mourning the loss of life? A lullaby, soothing the rime that parched her heart?

She didn't know, but anything was better than the stillness that echoed in the empty room.

\*\*\*

He stood by the balcony at night, calloused fingers resting on a shrivelled cigarette, a forlorn figure cut against the darkened sky. He liked to suck on the memory and feel its wraith-like ribbons curling on his tongue. His inner war soured the night; indeed there was no comfort in cloudless skies, or in the gentle summer breeze.

Mediocrity's balm had yet to act as a salve. There was hardly any relief in routine, no matter how hard they pretended and he had to watch as they became strangers, occasionally sharing a menu and a life. But that was hardly his concern. He glared at the fading gold band on his finger, a perverse reminder of an un-lived vocation.





His life had infringed upon a zeugmatic interlude; he silently waged war and peace with his nocturnal companion, as she restlessly paced the hallways, her soft footsteps echoing in the nursery.

Long torturous months had passed, and to this date the decorated nursery had remained as it was – awaiting the arrival of a little one. He knew his wife attended to the empty room daily, frantically dusting the cherry wood shelves, unfolding then refolding piles of endearing baby clothes that they had bought together for their daughter. She prepared bottles of baby formula and left it by the bedside, set the baby monitor at night, so that they could hear her every breath.

But there wasn't any vehement cries of hunger at midnight, there weren't any murmured lullabies sung. Baby clothes were never soiled, and the nappies never ran out.

He sighed and rubbed his tired eyes. Sleep was a precious commodity these days; it was frightening to close his eyes. Every waking thought was concerned with his wife's deteriorating state, and when he closed his eyes, he could hear his daughter crying. He could hear her bubbling with laughter, he could see and wonderful family portrait, but when the spell was broken and he touched upon the harsh reality – it was like all salvation was lost. It traumatized him every time.

The bitter resurrection of a dream they had weaved tenderly together, became a torrid nightmare. It was harder still, not being able to express his own grief unless alone, and in the darkness of the night, where his wife could not see him shed tears for what used to be and what could have been.

She was inconsolable, indecipherable – there were no indemnities that could pacify the restive ache that devoured her soul, piece by piece, day by day.

No, there was no hungry weeping, only angry tears that soaked their pillows and stopped them from sleeping.

She had been so beautiful. So charming. So ashen and quiet.

He closed his eyes and breathed in deeply, as he heard the piano's haunting sound piercing through the thickness of the air. How he had yearned to hear that sound again.

But he knew and he understood that it was different tonight, because not even beauty given free can earn a price to live and breathe, without the assurances of a sting.

\*\*\*

Silence distressed everything in the end. When left to fester and wallow, silence evolved into absence--a resolute nothingness. Absence consumes light. Absence consumes sound. Absence consumes feeling.

And this unfeeling creature before him, was too embittered by the absence, she had become numb.

He was beginning to see the hallmarks of a mind on the brink of insanity. She had felt too much, too soon.



He murmured her name like a lost child's cry for help, an unsung plea for temporary reprieve. He tried to reach out to her, tried to pull her in before she was swept away with the tide, but she was determined in her own stance.

She would punish him.

And as she screamed and cried, tore at her hair and clothes with such desperation and longing, he stood helplessly. There was nothing he could do, but hold her trembling body and pray to a God that he did not even believe in – that time would heal their wounds.

But even then these scars would remain and he told her that. Begged her to see the light, to open her eyes and live again.

He reminded her that they would never forget her, because some bonds were not severed even in death.

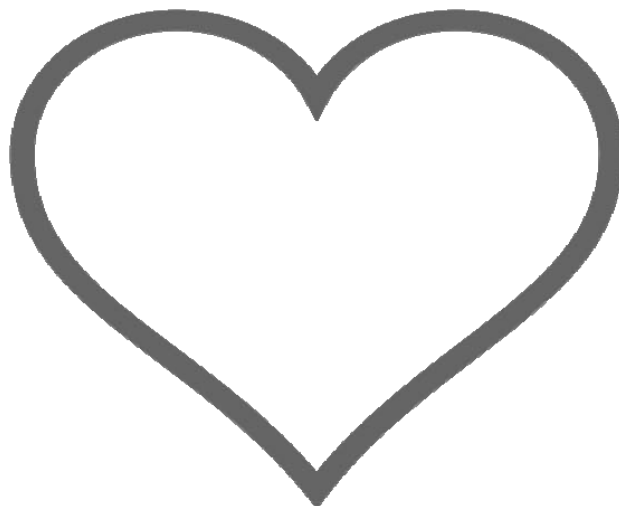
And as their embrace tightened, the warmth broke upon their bodies like waves--crashing and renewing. Their life was like a wave: an endless, tumultuous cycle, but with a smoothly pulsing rhythm. Undulating. Crashing and renewing.

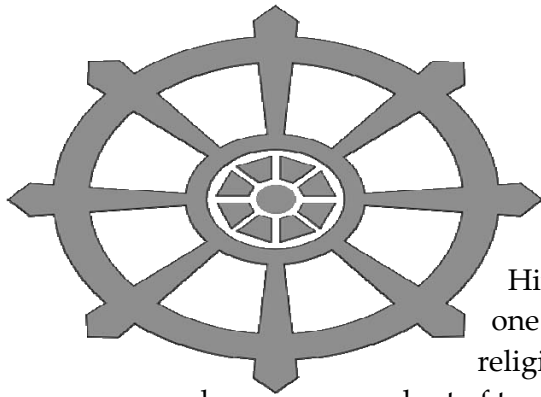
She fell asleep listening to the aggrieved and fertile quarrels of the thunder.

She woke up listening glad it was not gone.

And in the end there were no words. Only a cathartic silence.

Heart speaks to heart.





## HINDUISM

*Anjan Dam Dibhya*

*Student, Year 6*

Hinduism is one of the oldest religions in the world. No one actually knows how it began. Unlike any other religion it has no single founder, no one scripture and has no commonly agreed set of teachings. We have many gods and goddesses but as we believe they are all different forms of one supreme lord 'Brahmo'.

Hinduism is rooted in ancient India and was brought up by group of people called the Aryans.

Hinduism's early history is very complex and is the subject of many theories: firstly, Hinduism is not one single religion but includes many branches; secondly, Hinduism has no beginning as it was developed many years ago. These are only some as there are many more.

Some of the Hindu beliefs are:

- There is only one God called 'Brahmo' who has many different forms.
- Anyone can worship God in whatever way they like.
- The universe is endless cycles of creation by Brahma, destruction by Shiva and preservation by Vishnu.
- Your Karma will decide your next life.
- There is no hell only punishment in next life.
- Every soul is reincarnated repeatedly until it is perfect and become same with God.
- Soul will eventually be freed and become one with God and stop reincarnating.
- The festivals in Mandirs where we worship and sing rituals develop a communication with God.
- Meditation and self purification help us reach closer to the goal 'Moksha'.
- Hindu teachings help how to become one with God.

+++++

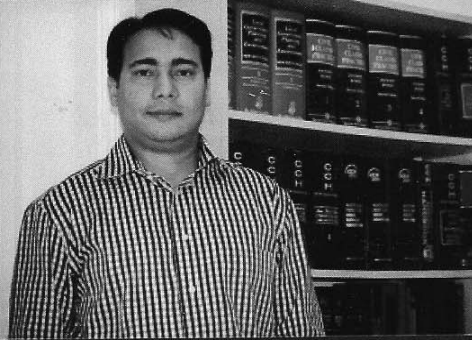
*The Bhagavad-Gita is the most systematic statement of spiritual evolution of endowing value to mankind. It is one of the most clear and comprehensive summaries of perennial philosophy ever revealed; hence its enduring value is subject not only to India but to all of humanity. Aldous Huxley*



# ROYAL CITY

SOLICITORS

Be confident  
in your future



Nirmalya Talukder (Nim)  
LLB, LLM.

## » Areas of Practice

- \* Conveyancing - Buy or Sell Property  
(Fees from \$795 + expenses and GST)
- \* Criminal Matters
- \* Civil Matters
- \* RTA/Traffic Offences
- \* Family law (Property Settlement, Parenting, Divorce etc)
- \* Civil Matters, Debt Recovery
- \* Commercial Matters - Lease
- \* Wills, Power of Attorney  
(Fees from \$150 + Disbursements and GST)
- \* Other Legal Matters

First Consultation  
Free!!

## » Contact:

Office: 279 the Boulevard  
Fairfield Heights NSW 2165  
PO Box: 92A, Fairfield Heights NSW 2165

Phone: 02 9757 2333, Fax: 02 9757 2391  
Mobile: 0401 227 529

*Satisfaction on legal issue is more valuable than anything else.  
We are committed to professional service & customer satisfaction.*



## FATHER AND MOTHER ARE OUR GODS!

*Arinjay Saha*  
*Student, Year 3*

One day Lord Shiva and Goddess Parvati were sitting with their two sons, Kartikeya and Ganesha. Mother Parvati told them that she was going to give a contest and whoever wins the contest will be given a costly pearl chain which she was wearing! As soon

as they heard this they were excited and eager to know what the contest was!

The mother smilingly told them - listen whoever goes round the whole world and comes back first will get the pearl chain which is first prize. Immediately Kartikeya jumped on his vehicle (peacock) and out he flew. Ganesha was sad, looking at his vehicle which was only a little mouse! Suddenly he had an idea. He now stood there for a while and went near his parents and he bowed down to them and went round them thrice. Lord Shiva and Parvati were very happy and she immediately gave the pearl chain to him as the prize.

Soon after that Kartikeya arrived on his peacock and he was surprised to see Ganesha wearing the pearl chain. He was angry saying that he was the one who went round the world and not Ganesha! But how come Ganesha got the prize!

Then the mother said that he should ask his brother Ganesha what he did. Ganesha said, my dear brother, I only went around my parents thrice and won the prize. Because my father Lord Shiva is the creator of the world and my mother Parvati is the Shakti who maintains the world. So Kartikeya admits that his brother is really very intelligent. In the same way we must know that our parents are our GODS.

+++++

*Parents are like God because you wanna know they're out there, and you want them to think well of you, but you really only call when you need something. **Chuck Palahniuk, Invisible Monsters***



# অস্ট্রাল ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ইলেক্ট্রিশিয়ান

Licence No: 242052C

ABN: 11 382 468 925



যেকোন ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল কাজে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা। ইনস্টলেশন, রিপারিং, ওয়্যারিং, ডাটা ক্যাবলিং, টিভি এ্যান্টিনা, ইত্যাদি কাজে দক্ষ।

রেসিডেন্সিয়াল  কমার্শিয়াল  ইন্ডাস্ট্রিয়াল



All works are guaranteed

১ম কাজের  
জন্য স্পেশ্যাল  
ডিসকাউন্ট

**Cheapest price  
in Sydney**

ফ্রি কোটেশনের জন্য আজই যোগাযোগ করুন:

**শামছুল হুদা সরকার**

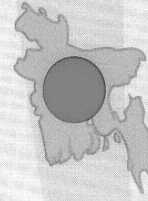
[australelectricalengineering@yahoo.com.au](mailto:australelectricalengineering@yahoo.com.au)

**PHONE: 0433 216 507**

حلال



## Hut Bazaar Restaurant



**We cater for all occasions**

Please call us for more details on catering menu

Tel: 9567 2228, Mob: 0424 714 934

98 Railway Street, Rockdale

**We can accommodate 50 to 600 people for any kind of functions**



## DIFFERENT

*Arunima Basu*

*Student, Year 6*

That's what he was. Different. That's what his mother had told him. But if you were different, did no one talk to you? Did everyone look down at you? Because if that was the case, he didn't want to be different.

He attempted to reach for his wheelchair and landed on the ground, flat on his face, leaving the safety of his bed.

"Charles!" Great. His mother had heard the sickening thud and was coming. He hated being dependent on people. Hastily, he tried to heave himself upwards to his bed but failed miserably. Instead someone's arms lifted him gently and carefully seated him in the wheelchair. When she was finished, Charles' mother crouched down and hugged her son.

"Why am I so weak?" he complained, brushing her away. His mother's usually happy, open face suddenly turned anxious, and she replied in a serious tone.

"You're not getting bullied, are you?"

"No", he answered brusquely.

"Charles..." she asked, warningly, even suspiciously.

"No! Really, I'm fine! I'm very happy here!"

"Great! That must mean you have a friend or two, right?" she asked, in an overly-casual manner. He nodded briefly and she took it as a cue to leave.

Before closing the door, she paused. "Are you going somewhere, Charlie?"

"Yes, down the next block, I'll be alright."

His mother smiled brightly at him, but he did not miss the curious, slightly worried look on her face before she left the room, leaving Charles feeling immensely guilty about the blatant lie he had told his mum.

\*\*\*

Central Drama club was always packed with people, people in the seats, people standing up, people sitting on the floor and even people trying to sit themselves in the only available seat left, uncomfortable as it was, on the banisters.



The reason why the theatre was so full was because of the extraordinary actors, the stories that they weaved, their grace, the new adventure they took the audience on as soon the curtains rose. And like every other person in the theatre, Charles had come for this reason as well.

He edged as best as he could towards the entrance with the help of his wheelchair, only to be stopped by a vast expanse of flesh which distinctly reminded him of a stomach.

"And where do you think you're going, young man?" a tall, quite portly man towered over him, baring his uneven, yellowed teeth at him.

"Inside, where else?", he said meekly, not looking up.

"Sharp tongue...now your fare..."

"What?"

"Your fifteen dollars, cough up!"

"But, since when was there a fare?"

"Since last week, rolls in heaps of dough."

"Why now, all of a sudden?"

"Because the drama club's looking for a new actor to be a part in their play, Shakespeare's Julius Caesar, the character's Antony, I think..."

"Oh, well thanks, haven't got fifteen, so I'll see you around!" Charles replied quickly and turned away, casually. But inside, his mind was racing, if he could get chosen to play Antony, his dream would be fulfilled, and then...if he did well, he would be put higher than others, maybe he would get more roles, maybe, just maybe, he would be a real actor.

But in a flash, his dreams were shattered. He closed his eyes and delved into the sea of reminiscence that had drowned his mind freshly two years ago.

*"Darling, I have to tell you something." his mother said nervously. She looked haggard and worried as if she had missed her morning coffee after staying up all night.*

*He struggled to get up from the hospital bed but his mum came and sat next to his bed on a chair and he refrained.*

*"So? Did you find out? What's wrong with me? When can I go home?" he asked, eagerly, almost desperately. The town mayor had announced that Porkenwell was starting a drama club. He really had to be there. His mother smiled weakly, then took a deep breath and continued.*





*"Well, you have to visit the hospital a bit more these days, see, you've been discovered with polio." He rolled his eyes and faked a grin.*

*"Sure, pull the other one!" His mother smiled serenely, inside however, she was choked, he didn't believe her..."*

*"It's true." She suppressed her wide burst of tears as she saw her son's eyes widen.*

*"But...but how? Why? Why me?" He stuttered.*

*His mother wiped the tears that had formed in the corner of her eyes during the conversation and left the room, only stopping to say a few words.*

*"You can't stop what destiny has in mind for you."*

Charles shook his head, he couldn't lose hope. He would get that part. Whatever happened.

On the day of the auditions, Charles' parents came to watch him. A huge line of interested boys had stretched from the drama club to the town square. He was anxious, very anxious because talk was that some of the auditioners were seriously being considered to play the part of Antony.

Finally, after what seemed like years of anticipation and bottled adrenaline, his name was called. The door closed as he wheeled himself into the room. Two men and one woman sat in the corner on a table, nearly overflowing with papers.

"Do you need the scripts?" the woman questioned him crisply. He shook his head. "Well then, give us your best, one part of the character Antony's lines in the play. He grinned half-heartedly and started.

'O, pardon me, thou bleeding piece of earth,  
That I am meek and gentle with these butchers!  
Thou art the ruins of the noblest man  
That ever lived in tide of times  
Woe to the hand that shed this costly blood!  
Over thy wounds now do I prophesy\_  
Which, like dumb mouths, do hope their ruby lips, dumb incapable of speech  
To beg the voice and utterance of my tongue  
A curse shall light upon the limbs of men; both passionately and eloquently  
Domestic fury and fierce civil strife  
Shall cumber all the parts of Italy'.

He finished with a flourish in his voice and left the judges in a trance. Finally, one of the men beamed at him and told him to leave.



Charles really didn't know how he did. He just did what he thought the character would feel like and sometimes he really had felt like Antony.

He winced; his chest had started seemingly buzzing painfully. He tried to take a deep breath but for some reason he had just let out a small gasp. Finally, he nudged his mum who reacted quickly with some water that she poured into his mouth.

*Please don't tell me. The doctor told me that he'd have about ten minutes if he had chest pains...* she thought.

"Charlie, we need to go! It's urgent!" she coaxed desperately to her son.

"Where? Audition results haven't even come out yet!"

"Just come! Please!"

"No!" He shouted back, adamantly. And as he spoke, the judges walked out onto the stage.

"Thank you, thank you, thank you, London! Your auditions have been fantastic! You have made our decision very hard but..." the women continued, but Charles could not hear her anymore, he was getting engulfed in darkness.

"Even though all of you were good, one stood out for us.." He could not bear it, he could not breathe properly and that's why he closed his mouth to the water his mother was pouring into his mouth and at the same time closing his life.

"Charles Murray!"

\*\*\*

She remembered three years back, to when her son had died. Each moment had burnt her, killed her, she hadn't helped. Hospital should have been the way he went.

But, he would not have taken his last breath happily then. He had gotten the part as he had wanted, but never did he live to fulfil his role.

"You can't stop what destiny has in mind for you." She uttered it to herself. What she had told her son many years ago.

Her eyes caught on her two-year-old daughter. Charlotte. His namesake. She smiled as if there was not a worry in the world. Oh, how wrong, how foolish. Life was past a worry.





# মা

বিরূপাঙ্ক পাল

মাকে নিয়ে সব মানুষের  
বলার কিছু থাকে।  
সব মানুষই মনের মধ্যে  
মায়ের ছবি আঁকে।

ভাল মন্দ সব মিলিয়েই  
বিদেশ জীবন কাটে।  
দিনের শেষে ফিরি যখন  
সূর্য গেছে পাটে।  
হঠাৎ করে বাড়ীর কথা  
যখন মনে জাগে,  
প্রাণটা যেন ভরে ওঠে  
মায়ের অনুরাগে।

বড় হলাম গ্রামের দেশে,  
ঘরে ফিরতাম খেলার শেষে।  
খেলতে গিয়ে ব্যথা পেলে  
এড়িয়ে যেতাম মাকে।  
মা কিন্তু ঠিকই ধরতেন  
'কেমন দেখায় তোকে?'

সাথে সাথে জল পট্টি  
তেল মালিশের ধুম।  
মাথার কাছে বসেই আছেন  
তাড়িয়ে নিজের ঘুম।

রাতের মাঝে জেগেই দেখি  
হারিকেনের আলো।  
মা বললেন, 'ওরে পাঙ্ক  
লাগছে কিছু ভাল?'

আমি একটু গেলাম রেগে  
'কেন আপনি রাত্রি জেগে?'  
মা বললেন, 'ভালই আছি  
ছেলের শিয়র পাশে।'

তোর কষ্ট পুষে রেখে  
ঘুম কি আমার আসে?'

দুর্গা পূজার শরৎকালে  
কাশবনে আর শিউলি ফুলে  
মায়ের সিঁদুর, মুখের হাসি,  
দুই নয়নে ভাসে।  
লাল পেড়ে এক শাড়ী পরে  
লক্ষ্মী পূজায় ঠাকুর ঘরে,  
কখনোবা কথা বলছেন  
দাঁড়িয়ে বাবার পাশে।

মন্ডপে তার আনাগোনা  
শঙ্খ এবং ঘন্টা আনা।  
পুরোহিতকে দিলেন তাড়া  
লগ্ন গেল চলে।  
এখন কত লগ্ন হারাই  
ঘড়ির দিকে কমই তাকাই।  
নাড়ু, সন্দেশ লুকিয়ে খাই  
উপোস থাকবো বলে।

মা বললেন, 'ওরে পাঙ্ক  
এটা হচ্ছে দেবী পঙ্ক।  
প্রার্থনা কর মাথায় ধরে  
আশীর্বাদের ফোঁটা।'  
আমার মনে গোপন চাওয়া,  
ক্যামন করে স্বাস্থ্য পাওয়া,  
মা দুর্গা আমায় করুন  
হাতীর মত মোটা।

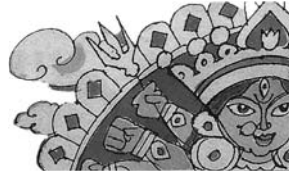
শক্তিময়ী মা জননী  
অনেক দুঃখ সহেন তিনি।  
সাত সন্তান হারিয়ে তবু  
শক্ত ছিলেন মনে।  
কিন্তু যেদিন আঘাত এলো  
উৎপলাঙ্ক হারিয়ে গেল।  
মাকে দেখলাম, শিশুর মত  
কাঁদেন ক্ষণে ক্ষণে।  
কী যে বলেন নিজে নিজে।  
ছোট পুত্রে বেড়ান খুঁজে।

সেই বেদনায় শুকিয়ে গেল  
মায়ের চোখে জল।  
বছর কয়েক ছিলেন বেঁচে  
জীবন তরীর নৌকা সঁচে।  
আশীর্বাদে রেখে গেলেন  
দাঁড়িয়ে ওঠার বল।

মা'দের নাকি স্বপ্ন থাকে  
ছেলের হবে ধন।  
আমার মায়ের ক্ষেত্রে এসব  
হয়নি প্রয়োজন।  
তিনি বলতেন, লোভ করিসনে  
বাড়ী গাড়ী ঘোড়া।  
কষ্ট করে বড় হবি,  
মানুষ হবি তোরা।  
অল্প পেয়ে তুষ্ট থাকিস  
সন্তোষে হয় সুখ।  
প্রতিদিনের শান্তি যেন  
ভরিয়ে রাখে বুক।

পৃথিবীতে মায়েরা কি  
সারাজীবন হাসে?  
কষ্টে থেকেও সন্তানকে  
ভীষণ ভালবাসে।  
পৃথিবীতে মায়েরা কি  
সারাজীবন থাকে?  
স্বপ্নে আমি প্রণাম করি  
শক্তিময়ী মাকে।  
পৃথিবীতে মায়েরা কি  
সারাজীবন থাকে?  
চোখের জলে স্মরণ করি  
সর্বসহা মাকে।  
পৃথিবীতে মায়েরা কি  
সারাজীবন থাকে?  
জীবন ভরে ভক্তি করি  
মঙ্গলময়ী মাকে।





# ঈশ্বর সবার ৫

দীপক সিনহা

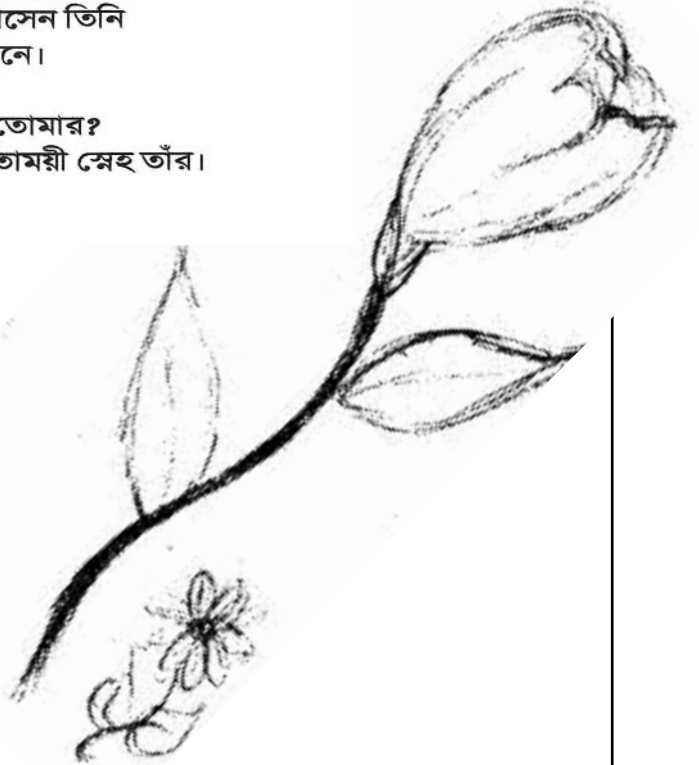
অনু থেকে পরমাণু পৃথক সত্ত্বা  
সর্বদাই চিন্তা তার নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা।  
একজন আক্রান্ত হলে অন্যজন নির্বিকার  
অহনিশি চিন্তা তার নিজস্ব কারবার।

ঈশ্বর প্রার্থনা নিস্কাম সাধনা  
শুধুই ত্যাগ মানবতার বন্দনা  
নিজেকে বিলীন করে অন্যের কল্যান  
বহিমুখী চিন্তা সদা আর্তের সম্মান।

জাগতিক জীবনে স্বার্থের খেলা  
কে পারে ঠকিয়ে ভাসায় সম্পদের ভেলা।  
ভালবাসা, বন্ধুত্ব কিংবা রক্তের সম্পর্ক  
জীবনের সুদৃঢ় বন্ধন -  
ছিন্ন হয় কেবলি স্বার্থের কারণ।

তোমার হৃদয়ে সদা ঈশ্বর থাকে  
দুষ্কর্ম ছেড়ে তাঁরে ধর শক্ত হাতে  
জীবের প্রয়োজনে কল্যান সাধনে  
অবতার রূপে আসেন তিনি  
অসুর নিধনে।

তুমি কে? কে তোমার?  
ঈশ্বর কিন্তু সবার - মমতাময়ী স্নেহ তাঁর।





## KEY

*Mika Roy*  
*Student, Year 9*

*"She knew her soul, it was dear to her, and she guarded it as the eyelid guards the eye, and never let anyone enter her heart without the key of love"*

*-Leo Tolstoy*

...

*When we first met I was generally unimpressed you seemed like just another average day in a boring year but with just that one day you managed to wiggle inside my heart and that was the beginning of us*

Ladies and gentlemen, he's done it again! Who would've thought that little old me, that nobody else had any trust in would manage to propel us out of that musty little prison cell and into this unbelievably spacious accommodation, complete with grassy green carpets. This was the life! No more being forgotten about and left in cluttered handbag or hanging about in the locks of garage doors. Putting up with all that was difficult enough, but yesterday was the last straw. Desperately in need for a cold drink, she ripped open her freezer door, while I lay idly in her other hand. Spotting her target in the back corner, she reached in, awakening me from my peaceful slumber and depositing me onto the icy surface. As soon as she grabbed her drink, she shut the door and left me, freezing and in the dark. I highly doubt you can understand the misery that I was forced to endure unless you, yourself, have spent a night in the South Pole (not the North Pole, there was definitely no chance of running into Santa Claus). So I spent the whole night scheming, planning out the perfect revenge. That's how I ended up on this plush lawn free from the worries she had caused me.

All of a sudden, I heard the nearing of footsteps. She had returned. I warily peered out from behind the plant, making sure to not make any noise that would give me away. She opened the gate to my previous prison, and began her daily routine:

1. Reaching in as far as she could to try to find me, once that fails
2. Peering into the bag and making sure that I'm not just playing a game of hide and seek. During this step I may be found, but if I am not
3. Begin to grab out the entire contents of her bag until finally



#### 4. I am found!

But this time, there was no step 4 and I figured she would do what she usually does which was to go off into a panic and run back up to the bus stop. And so when she simply dropped her bag onto the ground and started laughing, it would be an immense understatement to say that I was startled. And it would be an even greater understatement to say I was startled when a slight breeze picked up, making me laugh along with her and giving away my hiding spot. Catching sight of me, she bounced over to where I was and tenderly lifted me from the ground, uttering wonderings about how I could have ended up there and how worried she was, all while rubbing off the specks of dirt that had begun to coat me usually pristine body. And in that moment, I forgave her for all the times she had forgotten me. All the times she dropped me onto the cold tile floor and run off to pour her heart out in song. In that moment, in all her distorted, hideous joy, she was absolutely stunning.

...

*I will never forget how you smelled that day like your mum did your laundry and like you wanted me to breathe you in until I got lightheaded and had to sit down and I will never forget the way you looked at me like you could sort through all the clutter in my head and I will never forget how your voice sounded soft and sudden and illuminated just like your eyes when you said I was different and I will never forget that that was the exact moment when I let myself feel again*

The gentle touch of soft fingers as they wandered idly over me put me at ease, and I knew what was coming. It was the same simple, tender melody every day. She always awoke with the desire to do right, to be a good and meaningful person, to be, as simple as it sounded, happy. But during the course of the day her heart would descend from her chest into her stomach. She would fall asleep with her heart at the foot of her bed but awake again with it in the cupboard of her rib cage. But, today, that was not to be as, quietly, she began to pick up the pace.

The faster her fingers flew over my weakening frame, the more I marvelled at where this energy had arrived from. Only yesterday, she was wary and ill at ease, leaving me to echo our discordant life. Today, she struck me with such aplomb and ran from one end to the other without a stop. And I loved it. I was no longer needed to be pillowed on. Of course, I didn't have a problem with providing relaxation and consolation every now and then, but there were days when all that all I thought about was that I never meant to be so soporific. It seemed in a few short moments she had become a genius of happiness, immersing herself in it, separating its numerous strands, appreciating its subtle nuances. She was a prism through which



joy could be dispersed into its infinite spectrum. Moments like this were rare in our life, but they did happen at times. Times when she fell in love. People act as if falling in love is a once in a lifetime opportunity, but not for her. She would fall in love with a smile, song, book, coffee, the way someone walks, a joke, the weather, dessert. And as I continued to sing, whisper and croon the melody of her young heart, I tried to figure out what she had fallen in love with today. Or, rather, who.

...

*I think I fall a little in love with people when I catch them in small moments when they think no one's looking at them when their face becomes angry or serious the way they glance there's something beautiful about a person that is lost in thought or adjusting their shirt or is scratching a phantom itch on their arm or even someone who is looking at me like I am looking at them*

Her story began on what seemed to be just another average day in a boring year; the ferries were docking as usual making the waves lap against me. Smiling wide, I took my place in the photo with the Japanese tourists that were ogling at my beauty, while managing to keep an eye on the fisherman who had been keeping me company for the past few hours. It really was just another day. Until she arrived. Her placid footsteps created a soothing beat on my back, causing me to pull my eyes away from the cameras and focus them towards her. She had an almost clinquant quality about her, as she, nearly inaudibly, hummed a tune under her breath. She was a quiet, soft-spoken soul, her eyes constantly wandering from one person to another as she smiled to herself, seemingly noticing little things that most others would not. Then the wandering stopped, as she noticed another, looking back at her in the way she was looking at him. She was not filled up with the sight of him, the way I had seen others fill up, like helium balloons. Nevertheless, she softly approached him, and as she did the susurrus of the wind began to pick up, carrying her wishful tune closer to the skies. And then he smiled at her, in such a way that seemed so genuinely sweet with just the right touch of shyness, making her cheeks fill with sudden warmth. Have you ever watched a leaf leave a tree? It falls upward first, and then it drifts toward the ground, just as she found herself drifting towards him. In that moment, he had begun to unlock her heart.





## WHAT IS SPECIAL TO YOU

*Neelam Saha*  
*Student, Year 1*

Your family is special to you  
because they take care of you and suffer all for you.

Your house is special to you  
because it supports you and helps you be healthy.

Your brain is special to you  
because it makes you smarter and makes you think.

Your eyes are special to you  
because they help you see and be safe.

Your nose is special to you  
because it helps you smell things around you.

Your ears are special to you  
because they help you hear and not be deaf.

Your voice is special to you  
because it helps you communicate with others and helps you to sing.

Your hands are special to you  
because they help you write and hold something.

Your legs are special to you  
because they help you travel and move.

Your heart is special to you  
because it helps you live long. It helps you to feel.

+++++

*No matter what age you are, or what your circumstances might be, you are special, and you still have something unique to offer. Your life, because of who you are, has meaning. **Barbara de Angelis***







## HIGH ACHIEVERS IN 2012

BANGLADESH PUJA ASSOCIATION, AUSTRALIA congratulates our young generation on their significant achievement in various fields. Well done and keep it up!!!



**ANJAN DAM (DIBYA)**

Mother: Ashima Sarker

Father: Ranjan Dam

School: *Accepted for Year 7 Selective at Parramatta High School*



**ARUNIMA BASU (PRIYA)**

Mother: Alpona Basu

Father: Alok Basu

School: *Accepted for Year 7 Selective at Girraween High School*



**MAHIKA ROY (RIKA)**

Mother: Kabita Roy

Father: Kazal Roy

School: *Accepted for Year 7 Selective at Baulkham Hills High School*



**PRANJOL CHOWDHURY**

Mother: Luna Chowdhury

Father: Anupam Chowdhury

School: *Accepted for Year 7 Selective at Girraween High School*





## THE UNIVERSAL PRAYERS

*Sarvesham Svasti Bhavatu  
Sarvesham Santir Bhavatu  
Sarvesham Purnam Bhavatu  
Sarvesham Mangalam Bhavatu*

May auspiciousness be unto all;  
May peace be unto all;  
May fullness be unto all;  
May prosperity be unto all.

*Sarve Bhavantu Sukhinah  
Sarve Santu Niramayah  
Sarve Bhadrani Pasyantu  
Ma Kaschid-Duhkha-Bhag-Bhaves*

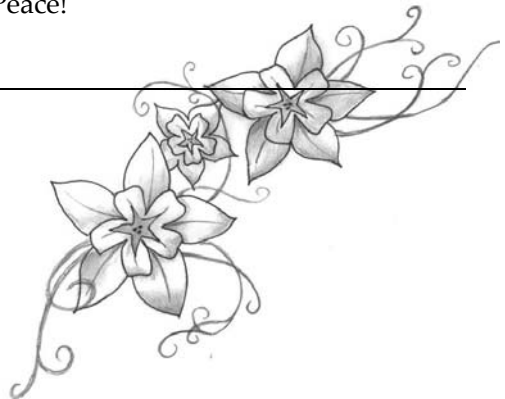
May all be happy;  
May all be free from disabilities;  
May all behold what is auspicious;  
May none suffer from sorrow.

*Asato Ma Sadgamaya  
Tamaso Ma Jyotir-Gamaya  
Mrityor-Ma Amritam Gamaya  
Om Santi Santi Santih!*

Lead me from the unreal to the Real;  
Lead me from darkness to the Light;  
Lead me from mortality to Immortality.  
Om Peace! Peace! Peace!

---

Copied from  
ALL ABOUT HINDUISM  
By  
SRI SWAMI SIVANANDA





# DO WE NEED HONESTY IN OUR LIFE?

## An Analysis from Gita's Perspective

*Nikesh Nag*

The Gita provides some analytical aspects of life. Shedding light on some examples:

Yudhisthar once lied. It was not a harmless lie. He lied to defeat his opponents. It is said that Yudhisthar never told a lie. Once he did it. In Mahabharata war it was felt that Guru Dronacharya should be killed as he would not allow the Pandvas to win. His son's name was Ashvathama. The Pandvas killed the elephant named also Ashvathama on direction of Lord Krishna and it was declared that Ashvathama has been killed. Guru Dronacharya could not believe it and wanted to know the correct news from the mouth of horse i.e. Yudhisthar because of his quality of 'never telling a lie'. Yudhisthar knew the fact but declared to Guru that "Ashvathama is killed" in louder voice "but elephant" in quieter voice.

So the question remains – do we need total honesty in our life or do we need to be deceptive to achieve the best outcome? We all remember in the world cup soccer, the goal scored by Diego Maradona in 1986, which was scored by the hands of Diego Maradon and in Maradona's words it was scored by the "hands of God." But in the history books Argentina will remain the Football champion of the 1986 World Cup. If Diego was fully honest, Argentina would have lost or drawn the match. Was it necessary to be honest? There is no right or wrong answer. The Gita explains the facts but does not necessarily suggest our way of life. It is our way of life and we draw the line on the sand and face the consequences.

So the Gita teaches us that in our life we will commit sins but be aware of the scale of the offence because it may strike you back with a similar return.

We all know the Lord Krishna was cursed by Gandhari. The story goes like this:

After the end of Mahabharata war Lord Krishna visited Mother Gandhari to offer his condolence. On seeing him she burst into anger and cursed lord Krishna that just as the Kaurava dynasty had ended fighting with each other, similarly the Yaduvansh would end fighting and killing each other. Lord Krishna happily accepted the curse. The time progressed. One day sons of lord Krishna were playing around and they dressed Samba as a pregnant woman and brought him before Sage Durvasa. Jokingly, they asked the sage to predict what kind of child Samba would give birth

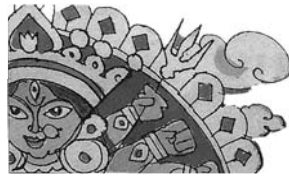


to. Sage Durvasa was famous for his short temperament. It was like an insult for him as the children of lord Krishna were making fun of him. The sage cursed them that he would give birth to an iron rod that would become the device to end the Yaduvansh.

As per curse, the next day Samba delivered an iron rod. All the boys were terrified. They went to Lord Krishna for the help. Following His advice they crush the iron rod into powder and threw it into the water. Still one small piece of iron was left. They also threw it into the water. But the destiny was powerful. The powdered form of the iron disappeared from the shore but grew into arrow like grass called "Naagar Motha" (a kind of pointed grass that grows in water). The last part of iron was eaten by a fish. One fisherman caught the fish and removed that iron part from its stomach. A hunter found that iron piece and used it on tip of the arrow. Once all the Yadavas went near the shore. During the playtime all of a sudden debate broke amongst them. They started fighting with each other. It was so intense that they uprooted the "Naagar Motha" grass from the shore and started firing upon each other. In this way all the Yadu were killed. Lord Krishna was in a shocked state. He sat under a tree. At that moment a hunter came. He misunderstood Lord Krishna for a deer and shot an arrow into His foot. Lord Krishna died at once. The death of lord Krishna marked the beginning of Kali-yuga. In this way the curse of Gandhari proved correct. The hunter who killed Lord Krishna was Bali in previous birth that was killed by lord Rama in the same fashion.

Krishna being God committed some punishable crimes by killing Kurus and was cursed by Gandhari and therefore could not avoid the consequences. It teaches us that no one is above the Law of God. If you commit any offence you need to be prepared for the punishment.





# মা দেবী দুর্গা

## নিখিল রঞ্জন দাম

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

মা দেবী দুর্গা এ ব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর অস্থাবর সমুদয় পদার্থেই বিরাজ করছেন। গ্রন্থে আছে -  
নমো নমো মা দুর্গা নমো নারায়ণী।  
কখনও বা পুরুষ হও কখনো রমণী।।  
রামরূপে ধর ধনু কৃষ্ণরূপে বাঁশি।  
ভুলালি শিবের মন হয়ে এলোকেশী।।

মহাকবি শেক্সপিয়ার বলেছেন - ‘মূর্তি ছাড়া কোন কিছুই কল্পনা করা যায় না’। কথাটি যেমন যুক্তিপূর্ণ তেমনি বিজ্ঞানসম্মত। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা মূর্তিপূজা করেন এটা সত্যি। মূর্তিপূজার মধ্যে নিষোরতত্ত্ব বিদ্যমান। এখানে যুক্তি ও বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূর্তি নামক দুষ্করূপকে জ্ঞান নামক মন্ডন দন্ড দ্বারা মন্ডন করলে সারবস্তু মাখন বা অমৃত হয়ে উঠে আসবে। আর দূর হবে আমাদের সকল ভ্রান্তি। তৃপ্তি ও ভক্তি সমাগত হবে আমাদের হৃদয়ে। মূর্তির আধ্যাত্মিক রূপের ছটায় উদ্ভাসিত হবে জগতবাসী। মূর্তিপূজার যথার্থ সার্থকতা উন্মোচিত হবে বিশ্বময়।

বহুদিন পূর্ব হতে মা দেবী দুর্গার পূজা এই ভারত উপমহাদেশে তথা পাশ্চাত্য দেশেও পূজিত হয়ে আসছে। তাই এটি বাঙালী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ও বৃহৎ ধর্মোৎসবে পরিণত হয়েছে। শাস্ত্রানুসারে দুর্গা পূজাটি মূলত বসন্তকালের বলে দেবী দুর্গার আর একটি নাম বাসন্তী। ত্রেতাযুগে অবতার রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণ বধকালে শরৎকালে দুর্গা মাকে অকালে বোধন করেছিলেন বলে একে শারদীয় মহোৎসব বলা হয়। বর্তমানে শারদীয় দুর্গোৎসবই বাঙালী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান পূজা উৎসব। বাঙালী হিন্দু সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম হচ্ছে শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব। দুর্গাপূজা একটি মহামিলনের প্রাকৃতিক মহোৎসব। বর্ষার শেষে নীল আকাশে সাদা মেঘের ছোট্ট ছুটি - তাই নদীর পাড়ে কাশফুলের সাদা পরশ ও শিউলী ফুলের স্নিগ্ধ বাতাস। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টির সঙ্গে যোগ হয় বাঙালী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা।

দুর্গাপূজা বাঙালী হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় উৎসবই কেবল নয় - এর একটি দিক হচ্ছে সামাজিক শিষ্টাচার যার সরাসরি সম্পর্ক কর্মযোগের সাথে। তা হলো সমাজ জীবনে পথের প্রেরণায়, মানুষে মানুষে অকৃত্রিম প্রেম ভালবাসা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি। অত্যাচার, অবিচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দেবী দুর্গার আপোসহীন সংগ্রামের শিক্ষা আমাদের উজ্জীবিত ও বলীয়ান করে। দুর্গাপূজার মূল উদ্দেশ্য হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের জয়লাভ। দেবী দুর্গার হাতে অসুর বা অশুভ শক্তির বিনাশ এবং দেবতাদের সত্যের জয়। মানবতার মূল মন্ত্রই হচ্ছে সুরের উত্থান ও অসুরের পতন। দেব-দেবীর পূজার প্রচলন শুধু বাংলাদেশ তথা ভারতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিভিন্ন পাশ্চাত্য দেশেও যেমন গ্রীস, আমেরিকা, মিসর, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, কানাডা ইত্যাদি দেশসহ বর্তমানে সারা বিশ্বে দেব-দেবীর পূজার প্রচলন আছে। চীনে বৌদ্ধ মন্দিরেও একশতদশভূজা দেবীর মূর্তি আছে। তারপর শারদীয় দুর্গাপূজায় ঐক্যের কথা, মিলনের কথা,



সৌন্দর্যের কথা, সব জীবজন্তু প্রাণীর মংগলের কথা নিহিত আছে। পূজা মানুষের মনকে পবিত্র করে। আসুরিকতা, অশুচিতা ত্যাগ করে সমাজের মানুষের মধ্যে মিলনই হচ্ছে পূজার অন্যতম লক্ষ্য। দুর্গাপূজা মহামিলনের পূজা এবং মিলনের মহোৎসব। দেবী দুর্গা মহিষরূপী অসুরকে বধ করে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করেন - আর তা মানব সমাজের মংগলের জন্যই।

প্রকৃতপক্ষে সব ধর্মেরই মূলমন্ত্র ন্যায় বা সত্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায় বা অসত্যকে ধ্বংস করা। আজ সনাতন ধর্মের সমাজের প্রতি ক্ষেত্রেই অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও মিথ্যার প্রসার ও প্রচার ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টিকর্তা আমাদের সবাইকে এ শক্তি দিয়েছেন যে আমরা পরস্পর সকলেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারি। দশ প্রহরণধারিনী সিংহবাহিনী দুর্গার সংগে জ্ঞান ও বিদ্যার দেবী সরস্বতী, ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী, দেব সেনানায়ক কার্তিক ও সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং মায়ের চরণতলে অশুভ শক্তির প্রতীক অসুর পরাজিত। আজ বিশ্বব্যাপী অবিরত অস্থিরতা, সন্ত্রাস, অসুরের যুদ্ধ চলছে। তাই দুর্গত মানুষের সহায়, অসুর শত্রু বিনাশিনী, শক্তিস্বরূপিনী দেবী দুর্গাকেই স্মরণ করার সময় এসেছে।

শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।  
সর্বস্বাতি হরে দেবী নারায়ণী নমোহস্ততে।।





## THINGS I LIKE ABOUT PUJA

*Rika Roy*  
*Student, Year 6*

Before you start to wander your eyes through this list dear reader, I would sincerely like to apologise for the lack of creativity used in the title. The heading of 'Things I Like About Puja' is simply not to my liking. However with that now aside, I beseech you to enjoy this list of – must I say it again – 'Things I Like About Puja'

1. Eating McDonalds when you're leaving Puja to go home
2. Audience members cheering/clapping along to your performance
3. The younger children dancing right at the front of the hall
  4. People who bring in snacks to share
  5. Seeing the people you haven't seen in a long time
  6. The pre-performance make-up routine
7. The worried mothers during the pre-performance make-up routine
8. Everybody's masterpieces from the Drawing Competition
9. Secretly stealing everybody else's pens and textas for your own drawing
10. The people who bring their own pens and textas and shares with everybody
  11. The fun prizes you get for participating
12. Going to rehearsals and eating as much of the food there as possible
13. The tiny bit of hope that you can actually win the raffle draw
  14. Eating lunch *on* someone's car
  15. When someone praises you on your performance
  16. Eating 'moa'
17. Having parents that can finish your Prasad for you
18. Laughing at people who bought a large number of raffle tickets and still didn't win
  19. The amount of relief as soon as you finish a good performance
20. Being able to take off make-up, jewellery etc. after a performance (usually a dance)
  21. Knowing you've made your singing, dancing etc. teacher proud
  22. Watching old recorded Puja videos
  23. The little babies that would come and sit on your lap
24. Seeing the parents mime along to the song that the performer is singing
  25. Reading the Puja Magazine



# আনন্দময়ীর আগমন

## শ্রীনিবাস দে

অধ্যক্ষ (অবঃ), এম সি কলেজ, সিলেট

বাংলার প্রকৃতিতে শরতের আগমানে চারিদিক আনন্দে মুখরিত। নির্মল নীলাকাশে সাদা মেঘের ইতস্তত বিচরণ। মৃদু হাওয়া-প্রবাহ, কাশবনের সাদা ফুলে হালকা হাওয়ার ঢেউ আর শেফালী ফুলের সুগন্ধে চারিদিক সুবাসিত করে প্রকৃতিতে তখন এক নির্মল পরিবেশ বিরাজমান। এই নির্মল পরিবেশ আমাদের নিকট নিয়ে আসে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। এসময় অস্ট্রেলিয়ার সিডনী ও তার শহরতলীতে ঋতুরাজ বসন্তের জয়গানে প্রকৃতিতে নবসাজের আয়োজন। লতা গুল্ম আর গাছে গাছে নব কিশলয়, রকমারী ফুলের বাহার, পাখির কলকাকলি - সকলের মনেপ্রাণে যেন জাগায় বিশেষ সাড়া। আর এ সময়েই আমাদের মাঝে আসে আনন্দময়ীর আগমন বার্তা। মা আনন্দময়ী আমাদের দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গা। সকল অশুভ শক্তি বিনাশ করে সন্তানের মংগলের জন্য মা দুর্গার মর্ত্যে আগমন। তাইতো আজ মায়ের সন্তানেরা নবচেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তার আগমন প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

ভাদ্রমাসের গৌণচন্দ্রের পর যে অমাবস্যা আসে তা-ই ‘মহালয়া’ নামে পরিচিত। এ মহালয়া তিথিতেই মা দুর্গার আগমন সংকল্প করা হয় - মায়ের আগমনের বীজ রোপিত হয়। অমাবস্যার মহা অমানিসা আলোর জ্যোতিতে দূর করে মায়ের আবির্ভাব হয় আমাদের পৃথিবীতে। এ মহালয়া আমাদের হৃদয়রূপ আলয়কে মহৎ করে, বড় করে, প্রাণশক্তিতে সঞ্জীবিত করে। আমাদের হৃদয়কে এসময় মনে হয় মহালয় - আর তাই এ শুভ তিথিকে ‘মহালয়া’ বলা হয়।

কথিত আছে - অসুরদের আক্রমণে দেবতারা স্বর্গ হতে বিতাড়িত। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার উপদেশে দেবতারা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের নিকট হত স্বর্গ পুনরুদ্ধারের আবেদন জানান। দেবতাদের এমন দুরবস্থা দেখে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মিলিতভাবে চিন্তাভাবনা করে সমস্যা সমাধানের নির্দেশনা দেন। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতাদের তেজোরাশি ও শক্তি নিয়ে দুর্গাদেবীর আবির্ভাবের সংকল্প গৃহীত হলো। মহালয়ার অমাবস্যা তিথিতে এ সংকল্প নেয়া হয়। দেবতাদের মিলিত তেজোরাশিতে দুর্গার আবির্ভাব ঘটলো। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতারা দেবীকে অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করলেন। অনন্তশক্তির আধার মা দুর্গা মহাশক্তিধর অস্ত্র নিয়ে অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। রণাঙ্গনে মা দুর্গা চণ্ডীরূপে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে যুদ্ধ করে অসুরদের ধ্বংস করেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে আমরা তার বর্ণনা পাই। মায়ের আগমানে অসুর ধ্বংস হলো, অশুভ শক্তির বিনাশ হলো। দেবতারা তাদের হারানো রাজ্য ফিরে পেলেন। স্বর্গরাজ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো।

পৌরাণিক কাহিনীতে আছে - সত্যযুগে সুরত রাজা রাজ্যহারা হয়ে বনে গমন করেন। রাজ্য উদ্ধারের জন্য তিনি মননশক্তি শানিত করে বনান্তরে ঘুরে বেড়ান। অন্যদিকে সমাধি বৈশ্য নামে এক গৃহবাসী পরিবার পরিজন দ্বারা লাঞ্চিত ও পরিত্যক্ত হয়ে মনের দুঃখে বনে চলে যান। কাকতালীয়ভাবে বনে মেধস মুনির আগ্রমে উভয়ের দেখা হয়। তারা তখন মেধস মুনির নিকট তাদের দুঃখ-কষ্টের কথা বলে তা প্রতিকারের প্রার্থনা করেন। মেধস মুনি তাদেরকে মা দুর্গাদেবীর আরাধনা করতে উপদেশ দেন। মেধস মুনির উপদেশে সুরত রাজা ও সমাধি বৈশ্য একত্রে বসন্তকালে মহামায়ার পূজা করেন। বসন্তকালে পূজার আয়োজন করেন বলে সেই পূজা বাসন্তী পূজা নামে পরিচিত। আজও অনেকে বসন্তকালে চৈত্রমাসে বাসন্তী পূজার আয়োজন করে থাকেন।





সুর ও অসুরের যুদ্ধ যুগে যুগে চলছে - চলতে থাকবে। এ যুদ্ধে সবসময় অসুরের পরাজয় ঘটে। অশুভ শক্তির নাশ হয়। এমনি ধারায় ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র সীতা উদ্ধারের জন্য দুর্গাপূজা করেছিলেন। রাবণ তখন লংকাধিপতি। পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র সীতাকে নিয়ে বনবাসে। সঙ্গে আছেন লক্ষণ। রাম-লক্ষণ-সীতা বনে বনে পরিভ্রমণ করে অশোক বনে এসেছেন। রাবণ অশোক বন হতে সীতাকে হরণ করে লংকায় এক নির্জন বনে নিয়ে রাখেন। এমন সংকটকালে সীতা উদ্ধারের জন্য রামচন্দ্র শ্রীশ্রীদুর্গার অকালবোধন করেন। শরৎ কালে পরমপুরুষ হরি শয়নে থাকেন। তাই শরৎ কালে হরি শয়নের সময় রামচন্দ্রের দুর্গাপূজা ছিল অকালবোধন। শ্রীরামচন্দ্রের পূজায় দেবী তুষ্ট হন। তাঁরই বরে রামচন্দ্র রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করে সীতা উদ্ধার করেন। পূজার নবমী তিথিতে সীতা উদ্ধার হয়েছিল বলে ‘মহানবমী’ বলা হয় আর দশমী তিথিতে সীতা উদ্ধারের বিজয় উৎসব পালন করা হয় বলে ‘বিজয়া দশমী’ বলা হয়।

উল্লেখ্য যে বৃন্দাবনে ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য কাত্যায়নীরত করেছিলেন। আবার কুরু ক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জুন কাত্যায়নীরত করেছিলেন। দেবী কাত্যায়নী শ্রীশ্রীদুর্গারই একটা রূপ মাত্র। শ্রীদুর্গা মহাশক্তির আধার আর শক্তিমানেরই প্রকাশ। তাই শক্তি আর শক্তিমান এক এবং অভিন্ন। শক্তির আরাধনায় শক্তিমান মিলে - তা আমরা কৃষ্ণের ব্রজলীলায় দেখতে পাই।

শারদীয় দুর্গোৎসব সনাতন ধর্মাবলম্বী বাঙালীদের একটি শ্রেষ্ঠ উৎসব। শরতের আগমনে মায়ের আগমন বার্তায় আমাদের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। মহালয়ার আনুষ্ঠানিকতার পর চারিদিকে মা আনন্দময়ীর আগমন বার্তা সরবে প্রচারিত হয়। মায়ের পূজার আয়োজনের কর্মকাণ্ডে গতি আসে। মহালয়ার পর হতে অনেক স্থানে মন্ডপে মন্ডপে চলে চতুর্থাঠ। ষষ্ঠী তিথিতে সন্ধ্যায় বেলতলায় দেবীকে আহ্বান করা হয় এবং সপ্তমী তিথিতে মন্ডপে নব প্রতিমা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেবীর প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী - এ তিনদিন মহাধুমধামে মন্ডপে মন্ডপে পূজা হয়। পুরোহিত উচ্চস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করেন। স্থানে স্থানে মাইকে চতুর্মন্ত্র পাঠ চারিদিকে অনুরণিত হয়। পূজার সময় শারদীয় বাদ্য-বাজনায় আর মন্ত্রে চারিদিক যেন পূতপবিত্র হয়ে উঠে। প্রতিদিন পূজা শেষে সমবেত ভাবে দেবী দুর্গাকে ভক্তবৃন্দ অঞ্জলি প্রদান করেন। মা আমাদের আনন্দময়ী - তাই দুর্গাপূজার সময় সকলের মনেই আনন্দ। ভক্তগণ সাধ্যমত পূজার কাজ করে তৃপ্তি পান। মায়ের কাজে যেন ক্লান্তি নেই, আনন্দের শেষ নেই। তাই সদাব্যস্ত থেকেও সকলেই পূজার কাজ করেন। প্রতিদিন পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দর্শনার্থী ও ভক্তবৃন্দ প্রসাদ পেয়ে তৃপ্ত হন। মনে আনন্দ পান। মায়ের আশীর্বাদ কামনা করেন।

দুর্গাপূজা রাজসিক পূজা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজশাহীর রাজা কংস নারায়ণ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ পূজার আয়োজন করেন। তখন থেকে রাজা, জমিদার, মিরাসদার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির নিজ অঙ্গনে দুর্গাপূজার আয়োজন করতেন। পূজার সময় গানবাজনা, যাত্রাগান, কবিগান ইত্যাদিসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। সাধারণ মানুষ এসব অনুষ্ঠানে যোগদান করে আনন্দলাভ করতো। অধুনা সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণে সার্বজনীন পূজার আয়োজন করা হয়। মা আমাদের - আমরা সকলেই মায়ের সন্তান - তাই মা আমাদের সার্বজনীন। সকলেই পূজার কাজ করে, একসঙ্গে অঞ্জলি প্রদান করে, প্রসাদ গ্রহণ করে - এ সবই সার্বজনীনতার প্রকাশ। সমত্ব ও সম অধিকারের আলোকেই সার্বজনীন পূজার আয়োজন। সকলের অংশগ্রহণে পূজা সার্থক হয়, সুন্দর হয়। সার্বজনীন পূজার আয়োজনে সমতা ও সাম্যের বাধন সুদৃঢ় হয়। দুর্গাপূজার সময় পরিবার পরিজন নিয়ে সবাই মন্ডপে মন্ডপে বেড়াতে যান। মা দুর্গাকে মনেপ্রাণে ভক্তিভরে প্রণাম করে আশীর্বাদ কামনা করেন। মা দুর্গা প্রতিমায় অবস্থান করে সকলকেই যেন আশীর্বাদ করছেন - ভক্তপানে তাকিয়ে যেন ডাকছেন - ‘তোমরা এসো, তোমাদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করছি, তোমাদের মংগল হোক।’



পূজা শেষে বাজে বিদায়ের সুর। বিদায় বড়ই করুণ। দশমী দিনে বিদায়ের বাদ্য-বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তহৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়। দশমী পূজার শেষে দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে মাকে বিদায় জানানো হয়। প্রতিমা বিসর্জনের পর সন্ধ্যারাতে সবাই মন্ডপে সমবেত হন। পুরোহিত মন্ত্র পড়ে সকলের উপর শান্তিজল ছিটিয়ে দেন। মাকে বিদায় দিয়ে ভক্তহৃদয় যেমন ভারাক্রান্ত তেমনি মা দুর্গার প্রতিমূর্তি ও আশীর্বাদ হৃদয়ে ধারণ করে পুন্যার্থীদের মনপ্রাণ আনন্দে ভরপুর। মায়ের আশীষ মাথায় নিয়ে আগামী দিনে আমরা সুন্দর ও সুখী জীবন যাপনে অনুপ্রাণিত হবো। এক বছর পর মা আবার আমাদের মাঝে আসবেন এ সান্ত্বনা নিয়ে আমরা জীবন পথে এগিয়ে যাব, সত্য ও সুন্দরের অনুধাবন করবো।

সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় থেকে বাঙালী সন্তানেরা দুর্গা পূজার আয়োজন করেছেন - তা সত্যি প্রশংসনীয়। মা আনন্দময়ী সকলকে আনন্দে রাখেন - আর শারদীয় দুর্গাপূজা যে প্রতিটি বাঙালী ঘরের মহা আয়োজন। বিশ্বের যেখানেই বাঙালীর বাস সেখানেই এ পূজার আয়োজন। বাঙালীর পূজার আয়োজন করে যেমন নিজেদের মংগল কামনা করে তেমনি সকলের মংগল কামনা করে - বিশ্বের মংগল কামনা করে। মা আনন্দময়ী যে সকল সন্তানের মা, বিশ্বপ্রকৃতির মা - বিশ্বরূপে বিশ্বময়ী মা আমাদের।

মা দুর্গার নিকট আকুল প্রার্থনা তিনি যেন সকল অশুভ শক্তির বিনাশ সাধন করে সকলকে সুখ-শান্তি দেন, দেশে ও বিশ্বে যেন শান্তি স্থাপন করেন। মা দুর্গা যেন সকলকে জ্ঞান, ভক্তি ও শক্তি দেন - আমরা যেন মানুষ হতে পারি। তাই শ্রীশ্রীচণ্ডীর কথায় বলি

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতরূপেণ সংস্থিতা।  
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।  
যা দেবী সর্বভূতেষু শান্তিরূপেণ সংস্থিতা।  
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।





**Bangladesh Puja Association Australia:**  
**A teen lost sight or showing sign of early ageing?**  
*Tushar Roy*

[Note: The younger members of our community are encouraged to read this article]

**Preamble**

Everyone loves good quotations. So here is one from one the most influential intellectuals in America, Benjamin Franklin:

*“Either write something worth reading or do something worth writing”.*

The quotation simply popped up in my head for apparently for no reason while started writing this. The quotation was made for the writers and about writing, whereas this article is about the Bangladesh Puja Association Australia (BPA). So, I paused to find out the mysterious reasoning process of the brain. And I believe the reason was the dilemma I had on whether to write it or not.

In other words, is this a topic worth reading (after I write it), or did BPA do something worth writing? If you’ve been watching BPA closely over the last decade and a half, without much thinking you’ll find the answer is, unfortunately, a big NO.

So why am I still writing it?

I could comfortably continue attending the two events (Durga puja and Saraswati puja) it organises every year and also continue ignoring some of the limitations, deviations and failures of this organisation. Or even have the ‘popular’ approach to contribute with a romantic story, a metaphoric poem or a soppy article.

But looking at the current fragile state of the organisation, the non-delivery of the expected outcomes to the community it represents and the concerns that many of its members have been expressing, as one of its bona-fide well-wishers, I wanted to go down to the ‘unpopular’ path of assessing the successes and failures and the current situation and then share them with its members. And writing to this magazine is the only opportunity for me to express these concerns. I believe it was about time we talked about it seriously, considering the fast changing needs of our families and community.

**About BPA**

Not sure what year it was established, probably around 1996. However, that’s not very important here. What is important is to focus on the motivation to form this organisation, its key objectives, goals and the relevant events or activities identified to be engaged in.

As the name says, the organisation is a religious organisation for the Hindu community and, as it has been the case in the past, the events are mainly to organise the religious festivals (Durga puja and Saraswati puja). However, being a member in its very early days, who went



through drafting and amending its constitution (not sure where it is now!) as well as its tumultuous days, I can remember some other motivations to form this organisation that were also incorporated in the constitution as part of its objectives.

Retrieving a 16-year old file from my already overfilled memory, they were: (a) to uphold and promote our cultural identities through various cultural and intellectual activities and promote them to our new generations growing overseas, (b) participate in and contribute to organising various social and cultural events with other community organisations. Clearly, to achieve those objectives, the necessary activities (e.g., facilitate cultural practices or education and arrange expert sessions by properly qualified talents/intellectuals available locally) and initiatives (e.g., involve younger generations actively with community organisations) were also expressed, at least implicitly.

### **Past 16 years in retrospection and the State of Play**

Looking at this teen-aged organisation in retrospection, we find its success in representing a nostalgic migrant community (although dissensions at times created break-away groups which are a typical evolutionary process in most migrant communities) by organising two religious festivals.

And these tasks have not been easy due to reasons like the inflexibilities or imbalances in our work and life, unavailability of materials, logistics, services and venues. We also understand that committing time and effort is really hard living in a society where we are already struggling to establish ourselves professionally and socially, and that the host society is not very fitting with our religious, cultural, social and emotional needs. And probably the underlying reason has been the fact that there is no potential benefit for becoming a community leader in a migrant community (unless someone takes advantage of it indecently and distastefully) sacrificing their actual profession, career pursuits or family time.

However, apart from the above success, we can't find many accomplishments for BPA in any front. Be it growing financial strength, building relationships with other community organisations, facilitating cultural practices or education for (at least) its members who have young children needing those supports or the most appealing initiative of generating a temple fund to solve the 'homelessness' in accommodating the pujas – none of these goals has any notable progress during the last decade and a half.

In particular, I would emphasis on playing an effective role in representing the community in raising its voice against the oppressions, injustice and discriminations against the religious or political minorities in Bangladesh and elsewhere, as well as support the victims to its best capacity. In this day and age, living in a world with intertwined social, economic, political or religious relationships, we can never ignore those obligations.

I must say, in the early years of the last decade (I was in the office as the General Secretary) the organisation flourished significantly, with effective leadership, participation and representation of the community in various social-cultural fronts. We donated a few



charities and families, held seminars and discussions on various national issues and participated in demonstrations.

Apparently the organisation has completely forgotten about those responsibilities and obligations let alone doing anything about it. There have been many such oppressions and injustices since then including the recent attacks on Hindu and Buddhist communities in Chittagong that have shaken the whole nation in Bangladesh but not this organisation. This is embarrassing and shameful for its members.

In fact I am in doubt whether the recent office bearers have been aware that the above objectives and obligations ever existed! The executive committees in the recent years seemed to struggle to organise themselves, make necessary planning and execute its limited activities (which are merely the two pujas). Are we keeping all financial books transparent and up-to-date? Are we following due formalities to keep the organisation current with statutory authorities?

Looking further down at the organisational level, majority of its executive members don't seem very enthusiastic in participating at the annual general meetings or other meetings that are event-specific. That clearly indicates the members are either trying to avoid their responsibilities, have lost the interest to be a part of this organisation or the leadership has lost the trust, confidence and respect of its members. If that is the case, the situation needs urgent attention. In other words, this young organisation may have lost its sight completely or has reached its life-cycle and needs to be re-born.

### **So where to from here? Some suggestions**

What I strongly believe is that the members are still emotionally attached to this organisation with their full expectations. Well, what else can they do? There aren't any alternative to having such an organisation – they definitely can't stop organising these events.

Observing religious events are not only a core emotional need for its members, it is also required to satisfy another emerging need, which is to create opportunities for their children's cultural orientation and practices. Hence they need an organisation regardless of who are in the committee. And that's the bottom line. But doing it properly, by involving the members appropriately and satisfying the statutory requirements are making it challenging. And some members are seeing the current situation as a complete deadlock.

While it is even harder to suggest a way out of this impasse, a sensible analysis of the above would give some obvious recommendations that have been outlined below.

#### ***Effective Leadership with vision and influence***

An organisation needs a clear vision, set some practical goals to materialise that vision and then cruise towards those goals through the peaks and troughs. The leadership plays the vital role in it. Without a clear foresight an organisation and its members will have no direction to move and thus can lose the sight of a bigger picture. Members, in this situation, can find their involvement with the organisation



as pointless. Consequently the organisation will cease to perform or grow and eventually disintegrate.

Clearly leadership has been lacking in BPA. Apart from organising two events, BPA has not been up for any other goals or pursuits, not even growing its financial or organisational strength to say the least. And quite logically, due to the absence of such a vision, it couldn't set its targets or goals or identify the opportunities available to it.

I, therefore, believe it needs modern and dynamic (as opposed to the old-fashioned or monocratic) leadership. Only then it will be able to interpret its objectives, set necessary goals to achieve those objectives and then come up with practical ideas and ways to reach those goals. It needs a leadership that has the power to influence the executive members - the ability to drive their engagements as well as coordination and delegation of work tasks. In other words, it needs to show clear directions and manage an effective teamwork towards creating a synergistic result.

***Practice and promote democratic processes, mutual respect and a strong organisational culture***

For any organisation, especially the not-for-profit community organisations operating in Australia, it is essential to follow democratic processes in taking decisions on any matter - be it operational, organisational, financial or strategic. The potential danger of not doing so will inevitably become questionable at some stage of the organisational development and become boomerang for the leaders.

To my knowledge, it has been experienced by most of the Bangladeshi community leaders (!) in the past. In any consideration, it is the most bitter and costly experience to have, in the sense that you still have to live in that community and put up with the embarrassment for the rest of your life. It destroys members' trust and confidence in the leaders and finally causes the demise of the whole organisation.

BPA has a long and chronic problem of not nurturing democratic practices and showing mutual respect. Being a small organisation of a closely knitted community, we know each other well and have attempted to work together towards some common purposes. Hence assuming a particular role within the organisation has never overridden the relationship and expectation of mutual respect. But that expectation has been repeatedly disregarded over the years by some individuals within the organisation. To make it worse, it was combined with the frequent practices of non-democratic and whimsical decision making processes.

We believe such attitude was displayed by those individuals due to the organisation's dependency on them on so many important matters. But they could take the advantage of such dependencies and the contributions they had made so far by being more generous and democratic. This would have rewarded them by being recognised as indispensable and the organisation would have reciprocated the honour. But instead, they acted in a completely opposite manner that destroyed the



organisation, its culture and prospect. Probably, it also impacted the lives of those individuals adversely.

In the end, it became a totally 'lost' game for all.

***Ensure participation with a sense of ownership, communicate timely and equitably***

Perform responsibilities and continue making contributions in a non-for-profit community organisation on a voluntary basis requires strong motivation and sense of belongingness with the organisation. Without such bonding relationship, it is impossible to keep association with the organisation, let alone contribute to it.

To ensure this, the leaders need to ensure that the executive committee members don't simply 'carry out instruction' but have reasonable independence and scope to contribute with newer ideas. Also the changes, issues, decisions and developments within and relating to the organisation need to be communicated timely, equitably and transparently. It will help build clear and equal understanding of the situation or problems, and the members will feel themselves as important stakeholders of the organisation and thus be encouraged to contribute voluntarily.

As mentioned before, proper practices for the above (i.e., ensure participation and communication) have been absent in the organisation for a very long time. Members don't have the visibility on how the finances and compliance have been managed. Consequently, except a countable few, nobody can feel a strong attachment with the organisation. It has caused the members' dedications to diminish at the lowest point. Hence, when time comes to carry the load, there is nobody to 'bell the cat'.

***Effectively manage risk and finance and grow consistently to support organisational needs***

Regardless the organisation is for or not-for profit, growing and managing financial strength is its backbone. Without it, simply nothing will work out or move. It requires a continuous search to capitalise on opportunities available around the community and then by responding timely and adequately.

Unfortunately, BPA appears to be solemnly pledged to stick with the 'God's Money' i.e., the subscriptions or donations it receives from the members and deities during the two pujas. Obviously, that won't be enough! There have been many opportunities available each year including community fairs, annual festivals and government grants. But, except in a few occasions, BPA has not taken any initiative to utilise them. Even I booked a food stall for BPA on a priority basis in a Boishakhi Mela at Sydney Olympic Park paying the fee from my pocket. But BPA didn't take the stall and the opportunity was lost. This is an opportunity for a food stall to make a net profit of around \$5,000 merely with a half a day's work. It could also take joint initiatives with other capable organisations to organise cultural events and thus raise funds. But apparently it has lost its willingness and energy to do so.

Therefore, the question remains, what can BPA achieve sticking with its 'God's Money' approach? Clearly, it will stop the organisation from growing any further or



achieving any long term goals (e.g., establish a temple independently or jointly with other community organisations). Nor it will be able to meet any unforeseen financial challenges (relating to BPA or its members) or commitment to charities.

***Consistently demonstrate and promote high professional and ethical standards***

Whatever the organisation does, the leaders need to ensure they reflect on high professionalism, comply with prevailing rules and regulations and promote ethical standards. It will not only earn them the respects from the members, but also save the organisation the troubles from non-compliance with the statutory authorities.

I don't exactly know BPA's account for the above for last ten years, but the dwindling morals of its members and the shambolic complying status don't depict a good picture to anyone.

***Grow leadership skills and succession planning***

Like every other living thing in the world, an organisation also needs to change over time. With the leaders grow old and, in some instances out-dated, new blood needs to be pushed in. And to do that the philosophy and practice of developing new leadership need to be incorporated into the organisational culture. Unfortunately, BPA has never embarked upon such a vision or practice and hence there is an apparent vacuum in the leadership at present.

## **Concluding remarks**

We all are well aware of the harsh realities we live in, the challenges we face in our family and profession, and yet become a part of a not-for-profit community organisation purely on a voluntary basis. Hence, it may not always be practical to do things perfectly or the way discussed above. But to ensure our social, cultural and spiritual needs are satisfied, BPA needs to do whatever appropriate towards achieving its short and long term goals.

So, the least condition for that is to ensure BPA's survival and then gain strength to grow further. And to do that it must have to mobilise the resources and talents within the community and utilise them wisely and respectfully. The good news is, the community still holds the organisation in its heart, and hence the outsiders don't see all these shortcomings when they assemble during the events. So there are always brighter rays of light behind the dark clouds.

But to make the transition to the brighter side, we desperately need initiatives and actions from all parties, mature or young, to bring BPA on its strong feet and continue its long march towards all the good causes that were dreamed by its aspiring members.